ভোরের কাগজ

তারিখ ... ... AUG 1 8 1999 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৪ .....

কারমাইকেল কলেজ আবার উত্তপ্ত
অধ্যক্ষ লাঞ্ছিত, ক্লাস স্থগিত ঘোষণা

রংপুর প্রতিনিধি : রংপুর কারমাইকেল কলেজে আবারো শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে। গত সোমবার ইসলামী ছাত্র শিবিরের সশস্ত্র ক্যাডাররা কলেজের অধ্যক্ষকে লাঞ্ছিত করে এবং দুজন ছাত্রলীগ নেতাকে বেদম মারপিট করে। এ ঘটনায় সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ভীতি ছড়িয়ে পড়লে কলেজের স্টাফ কাউন্সিল আগামী ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সকল ক্লাস স্থগিত ঘোষণা করে গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১০টার মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়।

লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনায় কলেজ অধ্যক্ষ থানায় জিডি করেছেন এবং জাসদ ছাত্রলীগ দুনেতাকে পেটান্যের ঘটনায় মামলা করেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, সোমবার সকালে জাসদসমর্থিত ছাত্রলীগ নেতা কনক ও হীরক ক্যাম্পাসে গেলে সশস্ত্র শিবিরকর্মীরা প্রথমে তাকে ঘেরাও করে। এরপর তাদের বেদম পেটানো হয়। এ সময় কলেজের অধ্যক্ষ আব্দুল হাই চৌধুরী বাধা দিতে গেলে শিবিরের ক্যাডাররা তাকেও লাঞ্ছিত করে। পরে পুলিশ এসে দুই ছাত্রনেতাকে উদ্ধার করে।

এদিকে কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রীদের হল ত্যাগের নির্দেশ দিলেও শিবিরের সশস্ত্র ক্যাডাররা কলেজের তিনটি হলেই অবস্থান করছে।

● এরপর -পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

কারমাইকেল কলেজ আবার

● প্রথম পাতার পর

তারা বিভিন্ন এলাকা থেকে আরো শিবির ক্যাডার ও অস্ত্রশস্ত্র জড়ো করে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করছে। শিবিরকর্মীরা অন্যান্য ছাত্র সংগঠনগুলোর কার্যক্রম ক্যাম্পাসে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

উল্লেখ্য, গত ১২ আগস্ট কলেজ ক্যাম্পাসে ভাস্কর্য নির্মাণের প্রতিবাদে শিবির শহরে মিছিল বের করে। ঐ মিছিলে পরপর দুটি বোমা বিস্ফোরিত হলে বেশ কয়েকজন পথচারীসহ পাঁচজন শিবিরকর্মী আহত হয়। নিজেদের বহন করা বোমা বিস্ফোরিত হয়ে এ ঘটনা ঘটেছে অভিযোগে পুলিশ চিকিৎসাধীন অবস্থায় বোমা বহনের দায়ে পাঁচ শিবিরকর্মীকে গ্রেপ্তার করে।

এরপর থেকেই বিক্ষুব্ধ শিবির কর্মীরা অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীদের ওপর হামলা চালাতে শুরু করে। এ অবস্থায় ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে।